প্রাথমিক শিক্ষা ঃ সরকারী স্কুল, বেসরকারী স্কুল

তারিখ 24 NOV 1993
পৃষ্ঠা 8 কলাম 1

দৈনিক সংবাদ
110

খবরে প্রকাশ, সরকার নতুন করে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করছেন না। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৫৩ হাজার। তার মধ্যে ৩৮ হাজারের মত বিদ্যালয় সরকারী এবং ১৫ হাজার বেসরকারী। প্রায় সোয়া ৬ হাজার বেসরকারী বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন নেই। দু'বছর ধরে রেজিস্ট্রেশন দেয়া বন্ধ ছিল। সম্প্রতি রেজিস্ট্রেশন দেয়া শুরু হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ বা সরকারীকরণের অভিজ্ঞতা সুখের হয়নি। অনেক ভাল স্কুল- কলেজের শিক্ষার মান তাতে নিচে নেমে গেছে। এ বাবদ সরকারের ব্যয় বাড়লেও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদের দুর্নীতির ফলে স্কুল-কলেজ পরিচালনা করতে যেয়ে টাকা-পয়সার অপব্যবহার হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সমস্যাগুলো অবহেলিত থেকেছে এবং দৈনন্দিন সমস্যাগুলো জটিলতর হয়ে পড়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারেও এর অন্যথা হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা এখন কাগজে-কলমে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই এই বিভাগ দেখা-শোনা করছেন। বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। বিদেশী ঋণ-অনুদানে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। তবে খরচের তুলনায় সুফল পাওয়া যাচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।

দাতাগোষ্ঠীর বিবেচনার জন্য এ বছরের প্রথমদিকে বিশ্বব্যাংক যে রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিল তাতে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, শিক্ষাখাতে শুধু বাড়তি অর্থ বরাদ্দ নয়, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে হবে, স্থানীয় জনসাধারণকে বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের কাজকর্ম দেখাশোনা ব্যবস্থার হতাশাব্যঞ্জক চিত্র তারা তুলে ধরেছিলেন। এ সব ব্যাপারে কারো দ্বিমত প্রকাশ করার অবকাশ খুব কম। মন্ত্রিসভার বৈঠকেও বিশ্বব্যাংকের সুপারিশগুলো মেনে নেয়া হয়েছিল।

সব দিক থেকে বিবেচনা করলে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো পাইকারী হারে জাতীয়করণ করা প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের উপায় নয়। তবে সরকারী দান-অনুদান ছাড়া বহু বিদ্যালয়েরই টিকে থাকা এবং সেগুলোতে ঠিকমত শিক্ষার ব্যবস্থা করা কঠিন কাজ। কথাটি গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তা ছাড়া দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হচ্ছে। ফলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো দরকার হয়ে পড়েছে। এই চাহিদা মেটানোর জন্য বেসরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেয়া দরকার। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সরকারকেই বহন করতে হবে। স্থানীয় জনসাধারণকেও সাধ্যমত অবদান রাখতে এগিয়ে আসতে হবে।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকার বর্তমানে মাসিক ৫০০ টাকা করে দিচ্ছেন। এই হার পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে পুরো বেতন সরকারকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত ভাতা না দিলে দক্ষ শিক্ষক পাওয়া যাবে না। সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, ৮৬১৪টি রেজিস্টার্ড বেসরকারী স্কুলের জন্য ৪২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হবে। এই টাকা যেন অপাত্রে ঢালা না হয় সে দিকে নজর দেয়া দরকার। যে সব স্কুল রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার যোগ্য অথচ রেজিস্ট্রেশন এখনও দেয়া হয়নি সেগুলোর দিকে নজর দেয়া দরকার। তদবিরের অপেক্ষায় না থেকে শিক্ষা কর্মকর্তারা কাজটি করার জন্য নিজেরাই উদ্যোগ নিতে পারেন। এ ব্যাপারে সরজমিন তদন্ত যেন দুর্নীতিমুক্ত হয় সেদিকে নজর দেয়া দরকার।

বেসরকারী বিদ্যালয়ের সুবিধা হলো, স্থানীয় জনসাধারণ নিজেদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। বিদ্যালয়গুলো ভালভাবে না চললে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। দৈনন্দিন কাজকর্ম তাদের চোখের সামনেই করা হচ্ছে। এগুলো সরকারের সকল ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার দাবি করতে পারে। অসুবিধা হলো, নানা ধরনের লোক বিভিন্ন মতলবে স্কুল খুলে বসেন। নানা রকম ভুয়া তথ্য সরবরাহ করে তারা সরকারী দান-অনুদান হাতিয়ে নেন। খাতাপত্রে ভুয়া শিক্ষক ও ছাত্র দেখিয়ে শিক্ষার নামে প্রহসনের অবতারণা করেন। তবে এর কোন কিছুই সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের যোগসাজশ ছাড়া সম্ভব নয়। এই দুর্নীতি চক্র ভাঙতে পারলে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো সরকারী স্কুলগুলোর চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক বেশি অবদান রাখতে পারে বলেই আমাদের ধারণা। [illegible]

সরকারী কর্মকর্তারা স্বীকার করছেন যে, সরকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ঠিকমত চালাতে পারছেন না। তারাই বলছেন ভালভাবে চালাতে হলে ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণকে নিতে হবে। শুধু লোক দেখানো নয়, কাজটি সত্যিকারের অর্থেই করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। সরকারের দায়িত্ব হবে শিক্ষক নিয়োগ, তাদের বেতনভাতা দেয়া এবং শিক্ষার মানের দিকে নজর রাখা। তাতে শিক্ষা বিভাগে দুর্নীতি কমবে বলেই আমাদের ধারণা।

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হলেই তার শিক্ষাদানের মান যে উন্নত হয় না, সে কথা সবাই ঠেকে শিখছেন। বরং জাতীয়করণ নতুন নতুন সমস্যার জন্ম দেয়, ব্যবস্থাপনার ওপর স্থানীয় জনসাধারণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। মাঝখান থেকে এক ধরনের শিক্ষা আমলার পোয়াবারো হয়। তাই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অদক্ষ আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের থাবা ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেয়া উচিত।

সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দেয়া উচিত। এ কাজে সাফল্য অর্জন করতে না পারলে এই খাতে বর্ধিত বরাদ্দ ভস্মে ঘি ঢাল[illegible] হয়ে পড়তে পারে।